সাধারণ শিক্ষার্থী
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

২৩ আগস্ট, ২০২৫

ইউনিটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স

আপনারা জানেন, **প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের** ব্যানারে, দীর্ঘ ৫ মাসের বেশি সময় ধরে আমরা আন্দোলন করে আসছি, আমাদের ৩ দফা উপস্থাপন করেছি, বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে গিয়েছি, নিজেদের বিষয়গুলো তুলে ধরেছি, সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় ৯ম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী এবং ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ানদের সংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান দিয়েছি এবং জাতির সামনেও তা উপস্থাপন করেছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান সরকার থেকে এখনও উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখিনি, এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর সংস্কারের জন্য কোনো সংস্কার কমিশনও গঠন করা হয়নি। তারই প্রেক্ষিতে আজ আমরা শাহবাগে আসতে বাধ্য হয়েছি এবং এই শাহবাগ থেকেই প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের **"২৪, ২৫ ও ২৬ আগস্ট সকল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন"** কর্মসূচির সাথে পূর্ণ সংহতি জানানোর ঘোষণা দিচ্ছি।

আপনারা ইতিপূর্বে দেখেছেন, বুয়েট সবসময় মধ্যরাতে মিছিল করে, বুয়েট কখনোই রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করে না। কারণ আমরা বুয়েটিয়ানরা বিশ্বাস করি, যৌক্তিক দাবি আদায়ের জন্য গায়ের জোর খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাস্তা অবরোধ করার প্রয়োজন নেই। যৌক্তিক দাবি জানালে সেটা কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে আমলে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অন্যদিকে, **পতিত স্বৈরাচারী সরকার শেখ হাসিনার আমলে ২০১৩ সালে ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ানরা রাস্তা অবরোধ এবং জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের** মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে এবং সেই **পতিত স্বৈরাচারী সরকার** নিজের গদি বাঁচাতে ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ানদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়। এর ফলে **প্রকৌশল খাত এক গভীর সংকটের** মধ্যে পড়ে যায়।

২০মবৃত্ত

সাধারণ শিক্ষার্থী
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

২৩ আগস্ট, ২০২৫

ইউনিটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স

আমরা এই সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই, তাই আজ এই শাহবাগ থেকে আমরা নিচের দাবিগুলো পেশ করছি-

১. ২০১৩ সালে যেসব ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ানরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেছিল তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

২. ২০১৩ সালে ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ানদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়ার পক্ষে যেসব উর্ধ্বতন কর্মকর্তার হাত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে ৩৩% প্রমোশন দেয়ার পরও যেসব ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ানদের ভারপ্রাপ্ত বা চলতি দায়িত্ব দেওয়া আছে সেগুলো অনতিবিলম্বে বাতিল করে শুন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. প্রকৌশল খাতকে এই গভীর সংকটের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত প্রকৌশল খাত সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে।

২৩ আগস্ট, ২০২৫

ইউনিটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স

এছাড়া, এই চরম বৈষম্য ও অনিয়মের নিরসনের জন্য প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের ৩ দফা-

১. ইঞ্জিনিয়ারিং ৯ম গ্রেড বা সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদে প্রবেশের জন্য সবাইকে নিয়োগ পরীক্ষা দিতে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। কোটার মাধ্যমে কোনো পদোন্নতি নয়, এমনকি অন্য নামে সমমান পদ তৈরি করেও পদোন্নতি দেওয়া যাবে না।

২. ১০ম গ্রেড (টেকনিক্যাল) বা উপসহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদে ডিপ্লোমাদের জন্য বরাদ্দকৃত ১০০% কোটা বাতিল করে, ঐ পদের জন্য ন্যুনতম শিক্ষাগত ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ধারণ করে, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন কারী প্রকৌশলীদের আবেদনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ব্যতিত কেউ নামের পাশে "ইঞ্জিনিয়ার" পদবী ব্যবহার করলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা কখনোই চাই না রাস্তা অবরোধ করে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়াতে। আমরা বর্তমান সরকারকে ভরসা করি, আমরা আশা করি বর্তমান সরকার আমাদের এই ভরসার জায়গা ধরে রাখবে এবং আমাদের যৌক্তিক দাবিগুলো আমলে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, অন্যথায় আমরা কঠোর কর্মসূচী দিতে বাধ্য থাকবো।

বিবৃতিতে
সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়